যুগান্তর

তারিখ 30 MAR 2013

শাবি ভিসি অবরুদ্ধ : গুলি ও বোমা বিস্ফোরণ

সিলেট ব্যুরো/শাবি প্রতিনিধি

ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষের জের

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করেছে একদল বহিরাগত সন্ত্রাসী। এছাড়াও তারা ক্যাম্পাসে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটিয়ে ক্যাম্পাস ত্যাগ করে। ছাত্রলীগের দুটি গ্রুপের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের চতুর্থ দিনে ক্যাম্পাসে এ ঘটনা ঘটল। বিবদমান ছাত্রলীগের একটি পক্ষকে আশ্রয় দেয়ার অভিযোগে অপরপক্ষটি শুক্রবার ভিসিকে কার্যালয়ে অবরুদ্ধ করে রাখে। এমন পরিস্থিতিতে শাবি গেটে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন ছাড়াও র‌্যাবের টহল বাড়ানো হয়েছে। বিকাল ৪টায় প্রক্টর হিমাদ্রি শেখর রায় ও সহকারী প্রক্টর নিলয় চন্দ্রের পদত্যাগের দাবিতে ভিসির কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ভিসি ইলিয়াস উদ্দিন বিশ্বাসকে অবরুদ্ধ করে রাখেন তারা। তারা প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষের মদদদাতা হিসেবে অভিযোগ

বিস্ফোরণ : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৭

বিস্ফোরণ : বোমা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করেছেন। পাশাপাশি সংঘর্ষে অভিযুক্ত ছাত্রলীগের বিদ্রোহী গ্রুপের নেতাকর্মীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তারা। এক পর্যায়ে সাড়ে ৭টার দিকে ২০-২৫ জন বহিরাগত সন্ত্রাসী ক্যাম্পাসে ঢুকে ভিসির কার্যালয় লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়ে। পাশাপাশি ১৫-২০টি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। এরপর অবরোধকারীরা তালা খুলে কার্যালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থান নেয়। এমন পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের জরুরি বৈঠক ডাকা হয় রাতেই। রাত ৯টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ভিসির কার্যালয় অবরুদ্ধ ও প্রশাসনের বৈঠক চলছিল। মঙ্গলবার ছাত্রলীগের সাবেক আহ্বায়ক সুমন, আসাদ, সুইট, মুক্তির গ্রুপ ও ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নাঈম সমর্থিত অঞ্জন, রুপেন, চন্দন, উত্তম গ্রুপের নেতাকর্মীরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর, সহকারী প্রক্টর ও শাহ পরান হল প্রভোস্ট এ সময় উপস্থিত থাকলেও নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী পদক্ষেপ নেননি বলে অভিযোগ রয়েছে। এতে নাঈম সমর্থিত নেতাকর্মীরা আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশীয় অস্ত্র ব্যবহার করে সুমন, আসাদ, সুইট, মুক্তির গ্রুপের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালিয়ে তাদের হল ছাড়া করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার ছাত্রলীগের দুটি পক্ষকে সমঝোতায় আনতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিসে ৪ ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক হলেও কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি প্রক্টরিয়াল বডি। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক ড. মোঃ কবির হোসেন, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. সৈয়দ সামসুল আলম, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষকদের আহ্বায়ক ড. মুহাম্মদ ইউনুস ও লাইফ সায়েন্স অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. ইয়াসমিন হকসহ সিনিয়র শিক্ষকরা দায়িত্বপ্রাপ্ত ভিসি অধ্যাপক ড. ইলিয়াস উদ্দিন বিশ্বাসের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসেন। বৈঠকে সমস্যা নিরসনে বৃহস্পতিবার ১১টায় সিন্ডিকেট বৈঠকের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এদিকে শাবির সিনিয়র শিক্ষকদের দেয়া সিদ্ধান্তকে পাশ কাটিয়ে সিন্ডিকেট সভা বাতিল করার অভিযোগ উঠেছে প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টরের বিরুদ্ধে। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ভিসি ইলিয়াস উদ্দিন বিশ্বাস সমস্যা নিরসনে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। বিকাল ৪টায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ভিসি কার্যালয়ে এলে ছাত্রলীগের সুমন, আসাদ, সুইট ও মুক্তির গ্রুপের নেতাকর্মীরা কার্যালয়ে তালা লাগিয়ে তাকে অবরুদ্ধ করে। সমস্যা নিরসন না করে তদন্ত কমিটি গঠন করে আবারও সংঘর্ষকে আরও ঘনীভূত করতে চাইছেন বলে ভিসির বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন তারা। পাশাপাশি প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টরের পদত্যাগ এবং সংঘর্ষে অভিযুক্ত নাঈম সমর্থিত নেতাকর্মীদের শাস্তির দাবি জানান তারা। আন্দোলনকারীরা অভিযোগ তোলেন, সহকারী প্রক্টর নিলয় চন্দ্র শাবির ছাত্র থাকা অবস্থায় [illegible] অঞ্জন-রুপেন গ্রুপের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। এখন ওই গ্রুপ থেকে নাঈম সমর্থিত গ্রুপগুলোতে অনুপ্রবেশকারী নেতাদের অবস্থান দৃঢ় করতে তাদের পক্ষে হয়ে প্রত্যক্ষভাবে তৎপরতা চালাচ্ছেন। ক্যাম্পাসে বহিরাগত সন্ত্রাসীদের প্রবেশে অনুমতি দিয়ে ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়েছেন এমন অভিযোগ তুলে আন্দোলনকারীরা অভিযোগ করেন, শাবির প্রধান ফটকে নিরাপত্তা কর্মীরা বাধা দিলেও প্রক্টরের অনুমতিতে তারা ক্যাম্পাসে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছেন। এমনকি তারা শাহপরান হলে অবস্থান করলে হল প্রভোস্ট কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। এদিকে সংঘর্ষে আহত দিবাকর প্রসাদের অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় তাকে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে বৃহস্পতিবার ঢাকার জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইন্সটিটিউটে স্থানান্তর করা হয়েছে। শাবি ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আসাদুজ্জামান আসাদ জানান, ক্যাম্পাস থেকে শিবির হটানোর সময় যে সব ছাত্রলীগ নেতাকর্মী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের ছাত্রলীগ নামধারী সন্ত্রাসীরা নির্মমভাবে হামলা চালিয়ে যেভাবে আহত করেছে তা কোনভাবে মেনে নেয়া যায় না। এর বিচার যদি প্রশাসন না করে তবে ছাত্রলীগই তার বিচার করবে। আহ্বায়ক সামসুজ্জামান চৌধুরী সুমন জানান, শাবিতে ছাত্রলীগ নামধারী সন্ত্রাসীদের সুবিধায় ক্যাম্পাস ও হলে অস্ত্রসহ বহিরাগত সন্ত্রাসীদের প্রবেশে অনুমতি দিয়েছেন প্রক্টর হিমাদ্রি শেখর রায়। এছাড়া তাদের প্রত্যক্ষ ইন্ধনে ছাত্রলীগের ১৫-২০ জন নেতাকর্মীকে আহত করা হয়েছে। একজন ছাত্রলীগ কর্মীর চোখে আঘাত করে তাকে অন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তাই হামলার ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের কারণে প্রক্টর হিমাদ্রি শেখর রায় ও সহকারী প্রক্টর নিলয় চন্দ্র সরকারের পদত্যাগের দাবি জানান তিনি। দায়িত্বপ্রাপ্ত ভিসি ইলিয়াস উদ্দিন বিশ্বাস জানান, ছাত্রলীগের ঘটনার সুরাহা চলছে।